সুরের আকাশের ধ্রুবতারা

সাবিনা ইয়াসমীন, প্রথিতযশা কণ্ঠশিল্পী, এখন সিঙ্গাপুরের জেনারেল হাসপাতালের ন্যাশনাল সেন্টারের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬ নম্বর কেবিনে অবস্থান করছেন। 'নন হজকিন্স লিম্ফোমা' নামে এক ধরনের ব্লাড ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এই শিল্পীর চিকিৎসা চলছে সেখানে। চিকিৎসার মূল দায়িত্বে আছেন ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ডা. টো হ্যান থোং। আমাদের এই গানের পাখি সুস্থ হয়ে উঠুন, আবার গানে গানে সঙ্গীতপ্রেমীদের মন্ত্রমুগ্ধ করুক– এটাই অন্যদিন-এর প্রত্যাশা। তার বর্ণাঢ্য সঙ্গীতজীবনের সঙ্গে এ প্রজন্মের সঙ্গীত অনুরাগীদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই লেখাটি পত্রস্থ হলো। লিখেছেন **মোমিন রহমান**।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যায়। সাত বছরের একটি মেয়ে হাজার হাজার দর্শকের সামনে স্টেজে উঠে গান গাইছে 'খোকন মনি সোনা/ তোর দুটি রসগোল্লা থেকে আমায় একটি দেনা।' মেয়েটির চারদিকে প্রথিতযশা সব শিল্পীরা অথচ মেয়েটি স্মার্টলি গান গাইছে; সে মোটেই নার্ভাস নয়। ... মেয়েটির গান এক সময় শেষ হলো। মুহুর্মুহু করতালিতে তাকে অভিনন্দিত করল শ্রোতা-দর্শকরা।

পাঠক, বলুন তো সাত বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটি কে ? হ্যাঁ সেই মেয়েটি আর কেউ নয়, প্রথিতযশা কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। আমাদের সঙ্গীত দিগন্তের জ্বলজ্বলে এক নক্ষত্র। ধ্রুবতারা।

খুবই অল্প বয়স থেকেই সঙ্গীতের সঙ্গে সাবিনার সম্পৃক্ততা। আর এক্ষেত্রে রয়েছে সাবিনার পরিবারের অপরিসীম অবদান। কেননা তার পুরো পরিবারেই ছিল সঙ্গীতের পরিবেল; সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। পাঁচ বোনের মধ্যে চার বোনই (ফরিদা ইয়াসমীন, ফওজিয়া খান, নীলুফার ইয়াসমীন এবং সাবিনা ইয়াসমীন) সঙ্গীতচর্চায় সম্পৃক্ত ছিলেন। গানে হাতেখড়িও হয় এই পারিবারিক পরিবেশেই। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট দশকের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বড় বোন ফরিদা ইয়াসমীন যখন ওস্তাদ দুর্গাপ্রসাদ রায়ের কাছে গান শিখতেন, সেই সময় ছোট্ট সাবিনা ইয়াসমীন উপস্থিত থাকতেন, গুনগুন করে গান গাইতেন। এভাবেই সঙ্গীতের ভুবনে তার প্রবেশ। পরবর্তী সময়ে ওস্তাদ পি. সি গোমেজের কাছে একটানা ১৬ বছর তালিম নিয়েছেন।

স্টেজ প্রোগ্রামে সাবিনার পদচারণার শুরুর কথা তো প্রথমেই বলা হয়েছে। এছাড়া খেলাঘরের সদস্য হিসেবে ছোট্ট সাবিনা রেডিওর ছোটদের অনুষ্ঠানেও অংশ নিতেন : প্রথম দিকে টেলিভিশনেও গেয়েছেন নানা গান। এক সময় চলচ্চিত্রের প্লেব্যাকের সঙ্গেও তিনি বিজড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালে নেপথ্য কণ্ঠ দেন এহতেশাম পরিচালিত 'নতুন সুর' ছবিতে। তারপর আরো কয়েকটি ছবিতে প্লেব্যাক করেন সাবিনা। বলাই বাহুল্য, সব ছবিতেই তিনি ছোটদের গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ প্লেব্যাক

কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সাবিনা আত্মপ্রকাশ করেন ‘আগুন নিয়ে খেলা’ ছবির মাধ্যমে। এ ছবিতেই তিনি প্রথম বড়দের গান অর্থাৎ নায়িকার গানে নেপথ্যে কণ্ঠ দেন। প্রথম লাইন সঠিক ছিল ‘মধুর জোছনায় দীপালি।’ ছবিতে গানটিতে ঠোঁট মিলিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা সুজাতা। একই ছবিতে একটি ডুয়েট গানেও কণ্ঠ দিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমীন। তার সহশিল্পী ছিলেন প্রথিতযশা শিল্পী মাহমুদুন্নবী। এভাবেই এদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে সাবিনা ইয়াসমীনের পদচারণা শুরু হয়। তারপর গত চার দশকে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে অসংখ্য ছবির গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে : এ কী সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে (মনের মতো বউ), শুধু গান গেয়ে পরিচয় (অবুঝ মন), অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান (অশ্রু দিয়ে লেখা), যদি আমাকে জানতে সাধ হয় (হারজিৎ), জনম জনম ধরে (দেবদাস), সে যে কেন এলো না (রংবাজ), এই পৃথিবীর পরে (আলোর মিছিল), আমার যাবার সময় হলো (বধূ বিদায়), দুঃখ আমার বাসর রাতের কলংক (অলংকার), হায়রে কপাল মন্দ (গোলাপী এখন ট্রেনে), কেউ কোনোদিন আমারে তো কথা দিল না (সুন্দরী), আমি রজনীগন্ধা ফুলের মতো (রজনীগন্ধা) ইত্যাদি। তাছাড়া সাত ভাই চম্পা, অরুণ বরুণ কিরণমালা, জোয়ার ভাটা, নীল আকাশের নিচে, সুখ-দুঃখ, ঝড়ের পাখি, এখানে আকাশ নীল, স্বামীর ঘর, বেঈমান, মালেকা বানু, মাটির ঘর, অভিযান, উজানভাটি, সাম্পানওয়ালা, নাগরদোলা, অনন্ত প্রেম, যরজামাই, ঘরসংসার, অংশীদার, মান অভিমান, কসাই, বদনাম, প্রেমিক, সুখে থাক, মধু মালতী, সানাই, প্রাণসজনী, শুভরাত্রি, ভাত দে, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত, দুই জীবন, দাঙ্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি ছবির গানেও রয়েছে সাবিনার হৃদয়স্পর্শী কণ্ঠশৈলীর মাধুর্য।

শুধু চলচ্চিত্রের গানে নয়, বেসিক আধুনিক গানও সাবিনা ইয়াসমীন গেয়েছেন। বিশেষত দেশাত্মবোধক গানে তিনি নিজেকে নিবেদন করেছেন বিশেষভাবে। তার এ পর্যায়ের গানের মধ্যে রয়েছে ‘সব ক’টা জানালা খুলে দাও না’, ‘উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম’, ‘ও মাঝি নাও ছাইড়া দে’, ‘জন্ম আমার ধন্য হলো’, ‘সেই রেল লাইনের ধারে’, ‘সুন্দর সুবর্ণ’ ইত্যাদি। স্বামী কবির সুমনের লেখা ও সুরেও কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া পল্লীগীতি ও রাগভিত্তিক গানও গেয়েছেন সাবিনা।

সাবিনা ইয়াসমীনের মতোই এদেশের আরেক প্রথিতযশা কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা। দুজন প্রথম এক সঙ্গে ডুয়েট গানে কণ্ঠ দেন আজিম পরিচালিত ‘প্রতিনিধি’ ছবিতে। এ হলো ১৯৭২ সালের কথা। কিন্তু তার পরেই দুজন একসঙ্গে গান গাওয়া থেকে বিরত থাকেন। ১৯৯৯ সালের ২৬ জুন, রাতে, হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে উপস্থিত দর্শকরা প্রত্যক্ষ করে অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। সাবিনা-রুনা এক সঙ্গে মঞ্চে গান করেন। সেদিন উইন্টার গার্ডেনে ছিল ‘অন্যদিন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড ১৯৯৮’ বিতরণী অনুষ্ঠান। বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণনা করা যাক।

শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে তারার মেলার উচ্ছ্বাস। এরই মাঝে চলছে অ্যাওয়ার্ড দেয়া-নেয়ার পালা। মাঝে মাঝে গান গাইছেন তপন চৌধুরী, শুভ্রদেব, ফরিদা পারভীন, এলআরবি। অনুষ্ঠান যখন জমাট বেঁধেছে তখনই উপস্থাপিকা মুনমুন আহমেদ ‘শ্রেষ্ঠ গায়িকা’-র অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী সাবিনা ইয়াসমীনকে মঞ্চে এসে একটি গান পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করলেন। হাজার করতালির মধ্য দিয়ে মঞ্চে উঠে সাবিনা গান ধরলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়ের (কবির সুমন) লেখা ও সুর করা ‘আলোর কাছে হাত পেতেছি, হাত পেতেছি অন্ধকারে’। সুরেলা কণ্ঠে মোহাবিষ্ট হলো পুরো মিলনায়তন। ততক্ষণে পুরো হল জুড়ে আবেদন এলো ‘ওয়ান মোর’। সাবিনা ইয়াসমীন উপস্থিত সবাইকে

সম্ভাষণ করে বললেন, 'দেখুন এখানে আমরা সবাই গান করেছি। কিন্তু একজন খুব বড় মাপের শিল্পী সামনের সারিতে বসে আছেন, যার একটি গানও আমরা এখনো শুনিনি।' তারপর দর্শক সারির মনের কথাই যেন প্রতিধ্বনি করে সাবিনা রুনা লায়লাকে মঞ্চে এসে একটি গান পরিবেশন করার অনুরোধে করলেন। উপস্থিত সবাই এ অনুরোধে সায় মেলালো তুমুল করতালিতে। করতালির মধ্য দিয়েই রুনা লায়লা মঞ্চে উঠে এলেন এবং গান ধরলেন 'শিল্পী আমি শিল্পী'। পুরো হল জুড়ে সুরের মাতম আর বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। আর গানের শেষে যখন রুনার আহ্বানে সাবিনা মঞ্চে উঠে এলেন— তখন প্রায় সব অতিথিই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন মঞ্চে রুনা-সাবিনা পরস্পরের হাত ধরে স্বাগত জানান উপস্থিত অভ্যাগতদের। গান শেষে সাবিনা-রুনা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উপস্থিত দর্শকদের স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকে এই অবিস্মরণীয় এই মুহূর্তটি। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে, গত ঈদ উল আযহা উপলক্ষে এনটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অনুষ্ঠান ছিল আরিফ খান নির্দেশিত একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি নির্মিত হয়েছিল সাবিনা-রুনাকে ঘিরে। এখানে দু'জনে কয়েকটি নতুন গান ছাড়াও পরস্পরের একটি করে গান পরিবেশন করেন।

সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লা— এই দুজন বড় মাপের কণ্ঠশিল্পী গত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে প্রচুর গান গেয়েছেন এদেশের চলচ্চিত্রে। তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। তবে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। কেননা দুজনেরই রয়েছে স্বতন্ত্র কণ্ঠশৈলী, স্বতন্ত্র স্টাইল। দুজনই পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। বন্ধুর মতো ভালোও বাসেন। তার প্রমাণ হচ্ছে, গত ৭ জুলাই, আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে, জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত 'দ্য প্যাট্রিয়ট সেন্টার'-এ আয়োজিত বাফি (বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইন কর্পোরেটেড) নাইটে সাবিনা ইয়াসমীনেরও গাইবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে তিনি একটি ডিভিডি ক্লিপের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে তার শুভেচ্ছা পাঠান। রুনালায়লা ব্যথিত কণ্ঠে প্রিয় বন্ধু সাবিনাকে স্মরণ করেন। তার রোগ মুক্তির জন্য উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকের কাছে দোয়া চান।

আবার সাবিনার সঙ্গীত-জীবনের প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যাক। গান গাওয়ার সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গেছেন সাবিনা ইয়াসমীন। যেমন— ইংল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, এথেন্স, হংকং, ব্যাংকক, আমেরিকা, দুবাই, কাতার, আবুধাবি, বাহরাইন, দোহাসহ বহু দেশ সফর করেছেন তিনি। এছাড়া ভারত ও পাকিস্তানে তো বহুবারই গেছেন। আর ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার কবির সুমনকে বিয়ে করা ফলে গত কয়েক বছর ধরে সাবিনা সেখানেই বসবাস করছিলেন। যাহোক, সাবিনা ইয়াসমীন পৃথিবীর যে দেশেই গিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেই দেশের ভাষায় গান গাইতে। যেমন— জাপান, চীন, থাইল্যান্ড, গ্রিক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি।

সাবিনা গাজী মাজহারুল আনোয়ারের 'উল্কা' ছবির কয়েকটি সিকোয়েন্সে অভিনয় করেছিলেন। তবে সাবিনার রুনার প্রাণের বিষয়। তাই আর কোনো ছবিতে তাকে অভিনয় করতে দেখা যায় নি।

সঙ্গীতে অসামান্য অবদান রাখার জন্য দেশ-বিদেশে পুরস্কৃত হয়েছেন সাবিনা, হয়েছেন সম্মানিত। তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি ১১ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। আরো পেয়েছেন একুশে পদক, বাচসাস পুরস্কার, বিএফজেএ পুরস্কার, উত্তম কুমার পুরস্কার, এইচএমভি'র ডবল প্লাটিনাম ডিস্ক, বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ কর্তৃক সঙ্গীতে ডক্টরেট ডিগ্রি, জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার, পূর্বাণী চলচ্চিত্র পুরস্কার, শেরেবাংলা স্মৃতি পদক, জিয়া স্মৃতি পদক ইত্যাদি।

এ লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ক্যান্সারে আক্রান্ত সাবিনা ইয়াসমীনের। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন কোটি টাকারও উপরে। কিন্তু এ পর্যন্ত অর্থ সংস্থান হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার তহবিল থেকে ৪ লাখ, ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা কর্তৃক প্রদত্ত ১ লাখ এবং যমুনা গ্রুপ থেকে পাওয়া গেছে ৫ লাখ টাকা। বাকি টাকার সংস্থান হবে কীভাবে ? এ নিয়ে সাবিনাসহ তার আত্মীয়স্বজনরা চিন্তিত। আমরা এ ব্যাপারে বাংলাদেশের কণ্ঠশিল্পী সমাজ এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ■